দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 15 JAN 20 3
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাজেট ঘাটতি

ছাত্র বেতন ও ফি বৃদ্ধিসহ ৪ দফা প্রস্তাব

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছে দেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১৫ কোটি ১৯ লাখ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিবছর বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে এ সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে প্রকাশিত সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে এ ঘাটতির পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চাহিদা অনুযায়ী সরকারের অনুদান দিতে না পারা, প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সংখ্যক শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ এবং নিজস্ব খাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় মোটেই (১৪শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃঃ পর)

বৃদ্ধি না পাওয়ায় এই অবস্থা হয়েছে বলে জানা যায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় সংকোচন ও অপচয় রোধে যত্নবান হওয়াসহ ৪ দফা সুপারিশ করেছে।

২০০১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাজেট ছিল ২৯৭ কোটি ২০ লাখ টাকা। ব্যয় হয়েছে ৩১৬ কোটি ২১ লাখ টাকা। বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের নিজস্ব উৎস থেকে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ২৫ কোটি ৫ লাখ টাকা। বাজেটের মোট ব্যয়ের ৭২ শতাংশ ব্যয় হয়েছে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে এবং ১৮ ভাগ ব্যয় হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের জন্য। কমিশনের সাথে পরামর্শ বা বাজেট অনুমোদন ব্যতিরেকেই কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এত অধিক সংখ্যক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করে ফেলে যে, তাদের ব্যয় বাজেটে বহন করা সম্ভব হয় না। আর্থিক সংকট দূর করার জন্য মঞ্জুরি কমিশনের সুপারিশগুলো হচ্ছে ঃ

উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে ও একই সাথে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় সংকোচন ও অপচয় রোধে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যত্নবান হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব সূত্র থেকে আয় বৃদ্ধি-এক্ষেত্রে ছাত্র ও বেতন ও অন্যান্য ফি বৃদ্ধি করা যেতে পারে, ব্যয় নির্বাহে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আর্থিক নীতিমালা অনুসরণ করা ও পরিবহন টেলিফোন বিদ্যুৎ ইত্যাদি খাতের খরচ ব্যবহারকারীদের নিকট থেকে আদায় করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এ সকল খাতে ভর্তুকি প্রদান পরিহার করতে হবে।